দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 02 SEP 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

শুরুর কথা

পৃথিবীর প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাচীনকালে 'কলেজ' বলতে এমন এক প্রতিষ্ঠানকে বোঝাতো যা বিভিন্ন ধরনের জনকল্যাণমূলক দায়িত্ব পালন করতো। উদাহরণস্বরূপ, রোমে একটি কলেজ ছিল যেখান থেকে পোপ নির্বাচন করা হতো। একইভাবে, আমেরিকায় এমন একটি কলেজ ছিল যেখান থেকে প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতো। মধ্যযুগে এসব প্রতিষ্ঠানকে বলা হতো ইউনিভার্সিটি বা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথমদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পন্ডিতরা সমবেত হতেন। সে সময় এর জন্য কোন নির্দিষ্ট ভবন কিংবা কোন শিক্ষক নিযুক্ত হতেন না। শিক্ষা লাভে আগ্রহীরা বাড়ি ভাড়া করতো এবং সেখানে শিক্ষকরা মিলিত হয়ে তাদের শিক্ষা দিতেন। সময়ের আবর্তে এ সব কিছুর পরিবর্তন ঘটে, শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং তার সাথে সাথে বৃদ্ধি পায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইউনিভার্সিটি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পাকা ভবন গড়ে ওঠে আর এসব পরিচালনার জন্য আইন-কানুন প্রবর্তিত হয়। পৃথিবীর প্রাচীন এবং প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম 'কারুইন বিশ্ববিদ্যালয়'। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় আফ্রিকা মহাদেশের দেশ মরক্কোয়। ৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে মরক্কোর ফেজ নগরীতে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কার্যক্রম নেই। পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়টি ইতালিতে অবস্থিত, এটির নাম 'বোলগানা বিশ্ববিদ্যালয়'। ১০৮৮ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কারো কারো মতে আধুনিক যুগের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ইতালির সালের্নোতে। নবম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত একটি মেডিকেল ইনস্টিটিউটকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ দেয়ার মধ্যে দিয়ে। ১২৩১ খ্রিস্টাব্দে এ ইনস্টিটিউটকে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করা হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে ইতালিতে কিছু বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কার্যক্রম শুরু করে। একই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে 'ইউনিভার্সিটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের 'তাকশিলা' ও 'নালান্দা' বিশ্বখ্যাত দুই বিশ্ববিদ্যালয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিশ্বখ্যাত দুই

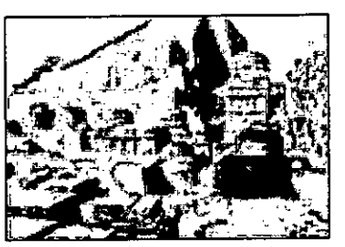

বিশ্ববিদ্যালয় 'অক্সফোর্ড' ও ডডক্যাম্ব্রিজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানকালের বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ববর্তীকালের বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে ধারণাগত দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা হিসেবে কলেজ অন্তর্ভুক্ত করা হয় যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা তালিকাভুক্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত। শিক্ষার বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ শেষে ডিগ্রি লাভ করে।

□ তারেক ফজল